COMPILED & CIRCULATED BY
DR. NILANJANA BHATTACHARYYA
ASSOCIATE PROFESSOR, DEPT. OF BENGALI, NARAJOLE RAJ COLLEGE

১. কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা / অষ্টম পরিচ্ছেদ অবলম্বনে সাধ্যসাধন তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করো। এই আলোচনায় কৃষ্ণদাস কোন রীতি অবলম্বন করেছেন, তা বিশ্লেষণ করো।

শ্রী শ্রী চৈতনচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদে সাধ্যসাধন তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা আছে। রায় রামানন্দ ও চৈতন্যদেবের কথোপকথনের মাধ্যমে এই তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাধ্য বলতে বোঝায় কাম্য বা অভীষ্ট বস্তু। আর সাধন বলতে বোঝানো হয় সাধ্যলাভের যে পদ্ধতি বা উপায়। মানুষ জীবনে বহু কাম্যবস্তুর প্রত্যাশা করে। কিন্তু সব কামনাই তো শ্রেয়োলাভের পথ প্রদর্শন করে না। এই তত্ত্বের দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে সাধ্য কি? আর তা সাধনের পন্থা অন্বেষণ করা হয়েছে। প্রেমভক্তিই গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে পঞ্চম পুরুষার্থ বা সাধ্যবস্তু।এই সাধ্যবস্তু নির্ধারণ এবং তাকে কিভাবে পাওয়া যায় পন্থা এই তত্ত্বে আলোচিত হয়েছে।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য গমন করেন। দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হয়। রামানন্দের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর মহাপ্রভু প্রীত হলে, দ্বিতীয় সাক্ষাৎ হয় জনৈক বিপ্রের গৃহে। সেইখানে তাঁদের আলাপচারিতায় সাধ্যসাধন তত্ত্বের মূল ধারণাটি বর্ণিত হয়। মহাপ্রভু রামানন্দকে বললেন,-‘ পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়’। এই জিজ্ঞাসার উত্তরে রামানন্দ পর্যায়ক্রমে তাঁর তত্ত্বকথাকে ব্যক্ত করলেন। প্রথমে রামানন্দ বললেন,-‘ স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়’। এই কথার অর্থ হল এই যে, বিষ্ণুভক্তিলাভের উপায় হল নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী আচরণ অর্থাৎ কর্তব্য করাতেই বিষ্ণুভক্তি হয়। দেখা যায় যে, প্রত্যেক মানুষ তার স্বধর্ম অনুযায়ী আচরণের কালে তার চিত্তকে একাগ্র করতে সক্ষম হয়। তখন জীবের হৃদয়ে একটি একাগ্রতার কারণে একধরনের তন্ময় ভক্তিভাব জাগ্রত হয়। সেমতাবস্থায় ব্যক্তি যদি অনুকূল গুরু লাভ করেন তার মাধ্যমে তাঁর চিত্তে ভক্তিভাব জাগ্রত হয়। কিন্তু মহাপ্রভু একে গুরুত্ব দিলেন না,-‘ প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর’। কারণ স্বধর্মাচরণে প্রকৃত ভক্তি হয় না। ভক্তির ভাব জাগরিত হয় মাত্র। আর প্রকৃতভক্তি না হলে, পরমতত্ত্ব বা সাধ্যবস্তু সম্পর্কে ধারণা জাগ্রত হতে পারে না।

দ্বিতীয়স্তরে রামানন্দ বলেন,-‘ কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্যসার’। ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে সমস্ত কর্মফল কৃষ্ণের পায়ে অর্পণ করলেও সাধ্যবস্তু লভ্য হতে পারে। কারণ স্বধর্মাচরণে কর্মে আসক্তি লক্ষ্য করা যায়। আর ফলের আশা না করে যে কর্ম, সেখানে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা

জাগ্রত হয়। গীতায় শ্রীভগবানও অর্জুনকে এই উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু মহাপ্রভু একেও অসার বলেছেন। কেননা, কৃষ্ণার্পণেও থাকে আত্মবোধের পরিচয়, নিষ্কাম ভক্তির লেশ এতে নেই। এখানেও সকাম ভক্তির লক্ষণ থাকায় মহাপ্রভু একেও বাহ্যবস্তু বলে নির্দেশ করে অন্য পন্থার সন্ধান করেছেন।

তৃতীয় স্তরে রামানন্দ বলেন,-' স্বধর্মত্যাগ এই সাধ্যসার'। যিনি অনন্য ভক্তিতে দৃঢ়চিত্ত হয়ে বর্ণাশ্রমধর্ম বিহিত কর্মাদি পরিত্যাগ করেন, তিনি যথার্থ কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে পারেন। কিন্তু মহাপ্রভু এমতও স্বীকার করেন নি। কারণ স্বধর্মত্যাগ বিষয়ের মধ্যেও সকল সময় অনাবিল ভক্তি ও স্বতস্ফূর্ততা লক্ষিত হয় না। সেখানে অকর্তব্য ও কর্তব্যবোধ জাগরূক থাকে। কখনো আত্মতৃপ্তিও জড়িত থাকতে পারে। কিন্তু যথার্থভক্তি হবে আত্যন্তিক প্রীতিময়। দুর্নিবার আকর্ষণে তা বাঞ্ছিতের উদ্দেশে সব বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করে ছুটে যেতে পারে। প্রাণের সেই আকর্ষণ না থাকায় মহাপ্রভু একেও অসার রূপে জ্ঞান করলেন।

চতুর্থ স্তরে রামানন্দ বলেন, - 'জ্ঞানমশ্রাভক্তি সাধ্যসার'। অর্থাৎ শুদ্ধজ্ঞানের সঙ্গে ভক্তি মিশ্রিত হলে তাকে সাধ্যবস্তু বলা যেতে পারে। জীব কি? ব্রহ্ম কি? জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক সম্বন্ধ নির্ণয় – এইসব বিষয়গুলি শুদ্ধজ্ঞানের অঙ্গীকৃত। এর সঙ্গে প্রয়োজন ভক্তিযোগের সাধন। এইজ্ঞানমিশ্র ভক্তিকেই তিনি সর্বসাধ্যসার বলেছেন। কিন্তু মহাপ্রভু এহো বাহ্য বলে একেও অসার রূপে নির্দেশ করলেন। কেননা, জ্ঞানমার্গের সাধন সেব্য – সেবক বোধের বিরোধী। শুদ্ধ ভক্ত মুক্তি চান না। তিনি ব্রহ্মের উপাসনায় ভক্তিমার্গেই ভজনা করেন। সুতরাং জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তি অবলম্বনে পরাভক্তি লাভ করা সম্ভব হয় না। তাই মহাপ্রভু রামানন্দকে অন্যতর পন্থা জিজ্ঞাসা করলেন।

পঞ্চম স্তরে রামানন্দ বলেন, - ' জ্ঞানশূণ্য ভক্তি সাধ্য সার'। জীব ও ব্রহ্মের সম্যক জ্ঞান না জেনেও যে ভক্তির সাধনা তাকে এর দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। সাধুমুখে ঈশ্বরের লীলামাধুর্য শ্রবণ করে ভক্তের হৃদয়ে ভক্তিরস জাগ্রত ও গাঢ়তাপ্রাপ্ত হয়। একেই রামানন্দ নির্দেশ করেছেন। এই পন্থায় ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে সেব্য ও সেবকের ভাব সঞ্চারিত হয়। ঈশ্বরের প্রতি জীবের ভক্তি ও সেবার আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারিত হয়। এজন্য প্রভু এই পন্থাকে স্বীকার করলেন ' এ হো হয়' বলে। কিন্তু এর আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রত্যাশা করলেন।

ষষ্ঠ স্তরে রামানন্দ বলেন,-‘ প্রেমভক্তি সর্বসাধ্যসার’। ঈশ্বরকে ভালোবাসা ও তাঁর প্রতি সেবাবাসনার আকাঙ্ক্ষা হল প্রেম। এই প্রেমমিশ্রিত ভক্তিই রামানন্দ সাধ্যবস্তু বলে নির্দেশ করলেন। এর দ্বারাই ভক্তের চিত্তের মালিন্য দূর হয়ে যায়। শুদ্ধ কৃষ্ণরতি লভ্য হয়। তাই মহাপ্রভু এর সার স্বীকার করেছেন। কিন্তু এই প্রেমেরও স্তরভেদ আছে। তাই মহাপ্রভু এর সঙ্গেই জানালেন,-‘ এহো হয় আগে কহ আর’।

প্রেমভক্তি পাঁচপ্রকারের হয়ে থাকে,- শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। শান্তরসের কথা প্রথমে রামানন্দ উল্লেখ করলেন। এখানে ভক্তের তদগতচিত্ত নিষ্ঠার কথা আছে, সেবা নেই। তাই মহাপ্রভু আরও গভীর প্রেমভক্তির কথা শুনতে চাইলেন। এরপর, রামানন্দ বললেন, দাস্যপ্রেমের কথা। এখানে ঈশ্বর প্রভু, ভক্ত দাস। ভক্ত নিষ্ঠাভরে সেবা করেন সত্য; তবু সে সসঙ্কোচ সেবা। প্রভুর ঐশ্বর্যজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন ধারণা থাকায় এখানে অকুণ্ঠ প্রেমভাব দেখা যায় না। তাই দাস্যভাবের সেবা স্বীকার করলেও মহাপ্রভু আরও গভীর স্তরের কথাও জানতে চাইলেন। তখন রামানন্দ আরও অগ্রসর হয়ে জানালেন ‘সখ্যপ্রেম সর্বসাধ্যসার’ । সখ্যপ্রেমে আছে কৃষ্ণের প্রতি নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, তদুপরি ঈশ্বরের প্রতি সখ্যতার ভাব। সখ্যভাবের ভক্ত, কৃষ্ণের প্রতি অনুগতপ্রাণ। উপরন্তু থাকে সখ্যের অকুণ্ঠচিত্ততা। এইজন্য মহাপ্রভু সখ্যকে উত্তমরূপে স্বীকার করলেন। কিন্তু এর আরও গভীরতর প্রেমভক্তিরও সন্ধান করলেন। এরপর রামানন্দ বললেন,- ‘বাৎসল্যপ্রেম সর্বসাধ্যসার’। বাৎসল্য প্রেমভক্তিতে ভক্ত ঈশ্বরকে সন্তানজ্ঞানে লালন করেন। এখানে ঈশ্বর্যজ্ঞানের কোনো প্রকাশ নেই। ভক্ত ভগবানকে ভর্ৎসনা ও শাসনও করে থাকেন। তাই সখ্যপ্রমের থেকেও এটি শ্রেয়। মহাপ্রভু একে স্বীকার করেও বললেন, আগে কহ আর’। রামানন্দ শেষে উপনীত হলেন কান্তাপ্রেমে। মধুর রসাশ্রিত ভক্তিতে। এতে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের অন্তরঙ্গতা, বাৎসল্যের অনুগ্রাহ্যতা ছাড়াও আছে নিজ অঙ্গ দিয়ে কৃষ্ণসুখের জন্য সেবাবাসনা। এর উদাহরণ ব্রজগোপীগণ। তাঁরা কৃষ্ণসুখ বিধানার্থে সমাজ – সংসার উপেক্ষা করে কৃষ্ণসেবাকেই একমাত্র অভীষ্ট মনে করেছেন। শ্রীরাধা এই গোপীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। তাই রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি। ভক্তের সর্বশ্রেষ্ঠ উপচার ভগবানের প্রতি এই আত্মবিস্মৃত, অহৈতুকী প্রেম। একেই শেষপর্যন্ত মহাপ্রভু সাধ্যবস্তু বলে স্বীকার করেছেন।

সাধ্যতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় রায় রামানন্দ স্বধর্মাচরণ থেকে আরম্ভ করে ক্রমে অগ্রসর হয়ে প্রেমভক্তিরসের শেষকথা সাধ্যশিরোমণি রাধাতে উপনীত হলেন। এখন এই সাধ্যকে পাওয়ার জন্য কোন সাধনের কথা তিনি বললেন, তা কেবলমাত্র সখীজন বিদিত। তা শান্ত, দাস্য, সখ্য,

বাৎসল্যের গোচরীভূত নয়, -'রাগানুগা মার্গে তারে ভজে যেইজন/ সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন../ সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাহাই সেবন/ সখীভাবে পায় রাধা কৃষ্ণের চরণ'।

রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভু চৈতন্যের সাধ্যসাধন তত্ত্বের আলোচনা প্রশ্নোত্তর মূলক ও যুক্তিসিদ্ধ। শ্রীচৈতন্যদেব বললেন,-' পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়'। অতঃপর রামানন্দ বিষ্ণুপুরাণ থেকে উদ্ধার করলেন তত্ত্ব ও তা উল্লেখ করলেন। প্রভু রামানন্দের বক্তব্যের অসম্পূর্ণতা অনুভব করলেন ও বললেন,-' এহো বাহ্য আগে কহ আর'। এই ভাবে উক্তি – প্রত্যুক্তি এবং যুক্তি ও জ্ঞানের ক্রমারোহণের দ্বারা এই তত্ত্বালোচনা সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও লক্ষ্যণীয় এটি তত্ত্বালোচনা হলেও, এখানে কৃষ্ণদাস নাটকীয়তার দ্বারা বিষয়ের উৎকণ্ঠতা বজায় রেখেছেন। নাটকে যেমন ধীরে ধীরে ঘটনাক্রমের বিন্যাসে বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ বিন্যাস ফুটে ওঠে; তেমনি এখানেও রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসা ও অতৃপ্তির সূত্র ধরে ক্রমান্বয়ে মূল তত্ত্বের অভিমুখে অগ্রসর হয়েছেন। তাই আলোচ্য অংশে নাটকীয় সংলাপধর্মিতা ও ঘটনার ক্রমিক নাট্যিক বিন্যাস এর দ্বারা বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও আলোচনাতে নৈয়ায়িক সুলভ যুক্তির পরম্পরাও রক্ষিত হয়েছে।